দৈনিক বাংলা

তারিখ 27/2/78
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগাতে হবে

বাদল রেজা

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যদিকে চাহিদা, বেকারত্ব, দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পায়। পুষ্টিহীনতা ও রোগ জাতির জনসংখ্যার এক বিরাট অংশকে অকেজো করে তোলে। বাংলাদেশে উপরোক্ত সমস্যার উপস্থিতি ছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা।

উত্তরে অনেকে নৈরাশ্যবাদী, অনেকে আশাবাদী মনোভাব ব্যক্ত করেন। কেউ সাময়িক সমাধানের পথ খোঁজেন, কেউ বা বিশ্বাস করেন সামগ্রিক সামাজিক সিস্টেম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। আবার কেউ বা জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমস্যা প্রতিরোধের পথ খোঁজেন। সামাজিক সিস্টেম পরিবর্তন বোর্ক্সির বহু দূরের কথা। জন্মনিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নও যে সময়সাপেক্ষ, অভিজ্ঞতা হতে তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় চার কোটি জন্মদানক্ষম জনসংখ্যা যার আশি শতাংশ গ্রামে বাস করে এবং প্রায় নিরক্ষর তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণে সচেতন করে তোলা সন্দেহাতীতভাবে সময় সাপেক্ষ এবং তাতে দু এক জেনারেশন গ্যাপ থাকাটা হয়তো স্বাভাবিক হবে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা হলো দেশের কারিগরি জ্ঞানকে পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে জমি হতে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল আদায়, মিল হতে পূর্ণ উৎপাদন, নূতন নূতন প্রকল্প গঠন ও বাস্তবায়নসহ নিরোগ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে ব্যাপক সাংগঠনিক রূপ দেওয়া এবং এর জন্য বর্তমানে দেশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এই সহায়ক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি উৎপাদনমুখী গণজাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

দেশের কারিগরি জ্ঞানকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার প্রস্তাব এবং প্রচেষ্টা বহুদিনের। কারিগরি জ্ঞানের মধ্যে কৃষিবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় অর্থাৎ উৎপাদনে সরাসরি হাতে-কলমে যোগাযোগ রয়েছে এরূপ জ্ঞান। যে কোন দেশের অগ্রগতির পিছনে কারিগরি জ্ঞান সরাসরি কাজ করে। আমাদের দেশে যে অপর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান রয়েছে তাকে সরাসরি দেশের কাজে লাগাতে গিয়ে এ পর্যন্ত বহু দ্বন্দ্ব বিতর্ক এবং সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একদিকে যেমন কারিগরি জ্ঞানকে পূর্ণ ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে অন্যদিকে তেমনি দেশের কারিগরি জ্ঞানকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য রফতানী পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। কারিগরি পেশাদারদের মৌখিক গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক খবরদারী, হস্তক্ষেপ এবং প্রশাসনিক পদ অপেক্ষা নিম্ন পদমর্যাদা ইত্যাদি সমস্যা দেশের অগ্রগতির পথে কারিগরি জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগে বাধার সৃষ্টি করছে, তাই এ সকল দুইমুখী বিপরীত ধর্মী নীতির অবসান প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে উপমহাদেশের এ অংশে কাগজে কলমে বহু কৃষি পরিকল্পনা ও আন্দোলন করা হয়েছে। ফলে আমরা কৃষিক্ষেত্রে সামান্য অগ্রগতি লাভ করেছি। যেক্ষেত্রে থানাপর্যায়ে কৃষি স্নাতক, চিকিৎসা স্নাতক, প্রকৌশল স্নাতক নেই সেক্ষেত্রে ইউনিয়নপর্যায়ে একজন কৃষি স্নাতক বা প্রত্যেক গ্রামে একজন চিকিৎসক নিয়োগ স্বপ্নের।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এবং এর উত্তরকালে পাকিস্তানী শাসন দেশের প্রশাসনকে এখনও পুরোন নিয়ম ও গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। যুগ, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে বহু। এখন নূতন চিন্তাভাবনা নিয়ম ও আইন প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধে উন্নত দেশগুলির গ্রহণযোগ্য উদাহরণগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের অগ্রগতির পথে কাজে লাগাতে হবে।

কারিগরি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। কৃষিবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জুট টেকনোলজী, টেক্সটাইল, লেদার টেকনোলজী, কৃষি ডিপ্লোমা, প্যারামেডিক্যাল, পলিটেকনিকের শিক্ষা-কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন এবং অধিক সংখ্যক ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষালাভের সুযোগদানের ব্যবস্থা করা উচিত এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাদের পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে মানানসই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ যথাযোগ্য আর্থিক সুবিধা প্রদান, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ, গবেষণা করার সুযোগ প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি টেকনোক্র্যাট বনাম ব্যুরোক্র্যাটদের দ্বন্দ্বের অবসান করা প্রয়োজন।

কৃষিবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসকসহ সকল কারিগরি পেশাদারদের প্রশাসনিক শৃংখলে আবদ্ধ না রেখে সরাসরি উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে এবং যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন করে কাজ আদায়ের নির্দিষ্ট সূচীর পূর্ণ পালন করা প্রয়োজন। এদেশে একথার প্রচলন আছে যে কৃষিবিদ কাদার ভয়ে জমিতে নামেন না, চিকিৎসক প্রাইভেট প্রাকটিসই নাকি তার শিক্ষালাভের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করেন, প্রকৌশলী দেশ ও জনগণের স্বার্থের চাইতে কন্ট্রাক্টর এবং নিজ স্বার্থের অগ্রাধিকার দেন —কথাগুলি হয়তো আংশিক সত্য হতে পারে, তবে তা দূর করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। বহু উন্নত দেশে প্রাইভেট প্রাকটিস বলে কোন পেশা নেই, সেখানে জনগণকে চিকিৎসার জন্য ফি দিতে হয় না অথচ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশে প্রাইভেট প্রাকটিসের মোহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, একে কি রোধ করার ব্যবস্থা নেয়া যায় না?

সামগ্রিক সামাজিক সিস্টেমের পরিবর্তন, জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমস্যা প্রতিরোধ, কার্যকরী ভূমি-সংস্কারক ইত্যাদি প্রস্তাব অস্বীকার করা যায় না, তবে যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন দেশের কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঘটানো এবং এর পূর্ণ ব্যবহার দেশের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।